57

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 20 MAY 1998
পৃষ্ঠা: ৭ কলাম ৬

# চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে ২০ বছরে ৯ জন খুন

**স্টাফ রিপোর্টার ঃ** অশান্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটেছে। শহরগামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বাসে বন্দুকধারীদের গুলীতে গত সোমবার সকালে একজন মেধাবী ছাত্র নিহত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর কাজী আহমদ উন নবীর একমাত্র পুত্র চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ৫ম বর্ষের ছাত্র কাজী মুসফিক সালেহীন ক... থেকে কলেজে যাবার পথে ... গুলীতে ... প্রাণ হারান। বিশ্ববিদ্যালয়ের ... বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসের ...

(১১-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

## চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে ২০ বছরে ৯ জন খুন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অকালে জীবন দিতে হলো। এ নিয়ে গত ১২ দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসে ২ জন তরুণ নিহত হলো। মুসফিকের হত্যাকাণ্ডের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর তৌহিদ ওসমান খান পদত্যাগ করেছেন। তিনি আইন-শৃংখলা রক্ষায় সর্বমহলের অসহযোগিতার অভিযোগ করেছেন। মুসফিকের নির্মম হত্যাকাণ্ড এবং প্রক্টরের পদত্যাগের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাড়ে ৩ সপ্তাহের অচলাবস্থা আরো চরমে পৌঁছেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসসমূহ আগামীকাল (বুধবার) পর্যন্ত স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। মুসফিকের হত্যাকাণ্ড ও প্রক্টরের পদত্যাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চরম সংকটের চিত্র তুলে ধরেছে। এই কঠিন সংকটকালে বিশ্ববিদ্যালয়টি কার্যত অভিভাবকহীন অবস্থায় রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নান এই সংকটকালে দু'দিন আগে দুই সপ্তাহের সফরে অস্ট্রেলিয়া গেছেন। প্রোভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবু ইউসুফ আলম বিদেশে চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরলেও এখনও কাজে যোগ দিতে পারেননি। এই অবস্থায় ক্যাম্পাস ও হলগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ছাত্র শিবির ও ছাত্রলীগের কঠোর মনোভাব বিশ্ববিদ্যালয়কে এক অনিশ্চিত গন্তব্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গত ২০ বছর ধরেই সন্ত্রাসে বিধ্বস্ত। গত ২০ বছরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক সহিংসতায় নিহত হয়েছে ৯ জন। এদের মধ্যে ৬ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। আহত হয়েছে কয়েক হাজার ছাত্র, শিক্ষক, অফিসার, কর্মচারী। পঙ্গু হয়েছে অনেকে। সংঘর্ষ হয়েছে দেড়শ' বারেরও বেশী। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়েছে অনেকবার। অনির্ধারিত বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল কয়েকশ' দিন। সংঘর্ষের পর একটানা ৬ মাসও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল। ফলে ২ বছরের সেশনজট সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং ছাত্র-ছাত্রীদের কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। তবুও থামছে না সন্ত্রাসী তাণ্ডবলীলা।

স্বাধীনতা উত্তরকালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম প্রাণ হারান জাসদ ছাত্রলীগের নেতা মনসুর। তখন ক্যাম্পাসে সহিংসতা ছিল জাসদ ছাত্রলীগ ও মুজিববাদী ছাত্রলীগের মাঝে। দ্বিতীয় হত্যাকাণ্ডটি ঘটে একযুগ পর ১৯৮৮ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী। সেদিন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে হত্যা করা হয় ঢাকার জগন্নাথ কলেজের শিবির কর্মী সাইফুল হককে। জাতীয় ছাত্র সমাজ ক্যাম্পাসে বেড়াতে যাওয়া আইনুলকে হত্যা করে তার লাশ গুম করে ফেলে। তৃতীয় হত্যাকাণ্ডটি ঘটে মাত্র সাড়ে ৩ মাস পর ১৯৮৮ সালের ২৮ এপ্রিল। সেদিন ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের সাথে ছাত্র শিবিরের সংঘর্ষের পর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হলে হল থেকে বাড়ী যাবার পথে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাটল ট্রেনে আমিনুল ইসলামকে হত্যা করা হয়।

এরপর ১৯৯০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি বিরোধী আন্দোলন চলাকালে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের সাথে শিবিরের সংঘর্ষে ছাত্র মৈত্রীর নেতা ফারুকুজ্জামান নিহত হয় ১৯৯১ সালের ১১ মার্চ। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিবির নেতা শেখ ফিরোজ মাহমুদকে চট্টগ্রাম শহরে হত্যা করা হয়। ১৯৯৪ সালের অক্টোবরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল হুদা মুসা নিহত হয়। ১৯৯৭ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ছাত্রলীগ ও শিবিরের বন্দুকযুদ্ধে প্রথমবর্ষের ছাত্র বকুল নিহত হয়। এরপর গত ৬ মে অপর দুই সংগঠনের বন্দুকযুদ্ধে আইউব আলী নামে একজন ভর্তিচ্ছু ছাত্র নিহত হয়। সর্বশেষ গত সোমবার মেধাবী ছাত্র মুসফিক-উস-সালেহীন নিহত হয়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এ যাবত কোন হত্যাকাণ্ডেরই বিচার হয়নি। তদন্ত কমিটি হত্যাকারীদের চিহ্নিত করতে পারেনি। বারবার সংঘর্ষ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়েছে। '৭৮-এর ৭ ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়। '৮০-তে চাকসু'র জিএস আবদুল গাফফার গুলীবিদ্ধ হন। '৮৬-তে ছাত্র সমাজ নেতা আবদুল হামিদকে কুপিয়ে আহত করা হয়।

সুস্থ হয়ে ক্যাম্পাসে ফিরে হামিদ দেড় থেকে ২ বছর ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের প্রকাশ্য তৎপরতা নিষিদ্ধ করে দেয়। '৮৪-তে হামিদ আলাওল, সোহরাওয়ার্দী ও আমানত হলের একাংশকে মিনি ক্যান্টনমেন্টে পরিণত করে।

'৮৬-এর ১৬ নভেম্বর শিবির-ছাত্র সমাজ সংঘর্ষে ছাত্র সমাজ পরাজিত হয়ে ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত হয়। শিবির কর্মীরা হামিদের ডান হাত কেটে দেয়। শিবিরের একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়। তখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় ৩ মাস বন্ধ থাকে।

'৮৮'র ২৮ এপ্রিল সংঘর্ষ, প্রাণহানির পর একপর্যায়ে তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মোহাম্মদ আলী পদত্যাগ করেন। '৮৮-তে বেশক'বার সংঘর্ষ ঘটে। '৯০-এর ২২ ডিসেম্বর ভয়াবহ সংঘর্ষ ও প্রাণহানির পর বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালে জন্য বন্ধ হয়ে যায়। '৯১-এ ভিসিকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। ভোরে হলে হলে আক্রমণ হয়।

'৯২-এ একমাস অবরোধ হয়। '৯৪-এর অক্টোবরে আবার অবরোধে প্রাণহানির পর ৫ মাস বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে। '৯৬ ও '৯৭ এ দু'দফা ১৮ দিন করে বিশ্ববিদ্যালয় অচল থাকে। '৯৭-এ প্রাণহানির পর ৪৩ দিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে। গত ২৬ এপ্রিল সংঘাতের জের ধরে ২৮ এপ্রিল শিবির-ছাত্রলীগ সংঘর্ষ ও ছাত্রলীগ ৩টি হল দখলের পর থেকে এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা বিরাজ করছে। এ সময়ে দু'জন প্রাণ হারিয়েছে। এখন ছাত্রলীগ শাহজালাল, আমানত ও আবদুর রব হল এবং শিবির সোহরাওয়ার্দী, আলাওল ও এফ রহমান হল দখলে রেখেছে। ক্যাম্পাস পরিস্থিতি ক্রমশ অবনতির দিকে যাচ্ছে।